দৈনিক খবর

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 24 JUL 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 7

133

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সমীপে

কামার, কুমার, জেলে, তাঁতী, উকিল, হাকিম, শিক্ষক, শ্রমিক, ব্যবসায়ী, দিনমজুর তথা সর্বস্তরের চাঁদপুর জেলাবাসীর তিল তিল অনুদানে গড়া আজ বাংলাদেশের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী চাঁদপুর সরকারী কলেজ। ১৯৮০ইং সালে এটা সরকারী কলেজ হিসেবে উন্নীত হয়। প্রতিবছর চাঁদপুর শহরের বিভিন্ন পেশার কর্মচারী ও অন্যান্য চাকরিজীবী বহিরাগত ছাত্র-ছাত্রী হিসেবে বিএ পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করে আসছে। উচ্চ শিক্ষার মাধ্যমে সমাজের প্রতি তাদের অবদান রাখতে এবং নিজ জীবনের উন্নত সোপান গড়তে বিশেষ সুবিধা ভোগ করত। অর্থহীন ও স্বল্প বেতনভোগী কর্মচারীরা অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হতো। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় যে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বহিরাগত ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষা লাভের পথে কুঠারাঘাত করে চাঁদপুর সরকারী কলেজের কেন্দ্রটি এ বছর কেবলমাত্র বহিরাগত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যই বাতিল করেছেন। অথচ বিভিন্ন উপজেলা ও জেলার কলেজসমূহের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য উন্মুক্ত করেছেন। কি কারণে এবং কোন্ অপরাধে কেন্দ্র স্থানান্তর করে কর্তৃপক্ষ এই মনগড়া শাস্তি আরোপ করেছেন তা বোধের অগম্য। চাঁদপুরের সাথে অন্যান্য জেলা ও উপজেলার বিশেষ যোগাযোগ মাধ্যম থাকার কারণে চাকরিজীবীদের জন্য বিএ পরীক্ষায় অংশগ্রহণে বিশেষ কোন জটিলতার সৃষ্টি হতো না। ফলে, এ কলেজে প্রতি বছর বহিরাগত ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে।

সুতরাং চাঁদপুরবাসীর পক্ষে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট আমার বিশেষ আবেদন যে, চাঁদপুর সরকারী কলেজের বহিরাগত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি সুবিচার করে পরীক্ষার কেন্দ্রটি পুনর্বহালের মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তারের কাজে সহায়তা করুন।

আবদুল গনি
চাঁদপুর রোটার‍্যাক্ট ক্লাব
চাঁদপুর।